দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 0 1 AUG 1998 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ...

সরকারি ল্যাবরেটরী স্কুলের হাল-হকিকত

ক্লাসে অর্ধেকের বেশি ছাত্র আসুক শিক্ষকরাই চান না

॥ মনির হোসেন ॥

অতিরিক্ত ছাত্র, প্রয়োজনের চেয়ে কম শিক্ষক আর ব্যবহারের অযোগ্য জরাজীর্ণ ভবন নিয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজধানীর গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল এখন সাধারণ মানের স্কুলে পরিণত হয়েছে।

স্কুলটি ঘুরে দেখা গেছে, জায়গার অভাবে প্রতিদিন ক্লাসে অর্ধেকের বেশি ছাত্র আসুক তা ছাত্র-শিক্ষকরা চান না। ছাত্রদের সাথে শিক্ষকদের যোগাযোগের সময় কম, প্রতিটি ক্লাসের সময়সীমা মাত্র ৩৫ মিনিট। একেকজন শিক্ষক প্রতিদিন টানা ৬ থেকে ৭টি ক্লাস নেন, ফলে বিকেলের ক্লাসগুলোতে ঠিকমতো মনোযোগ দিতে পারেন না।

ল্যাবরেটরি স্কুল ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

ল্যাবরেটরি স্কুল ঃ চান না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

'সংবাদ' প্রতিবেদক স্কুলের হালচাল নিয়ে কথা বলেন শিক্ষক, ছাত্র-অভিভাবকদের সাথে। 'সরকারি চাকরিজীবীর সাংবাদিকের সাথে কথা বলা নিষেধ'- এই কারণ দেখিয়ে শিক্ষকরা তাদের নাম প্রকাশ না করার শর্ত দিয়েছেন। বেশ ক'জন ছাত্রও তাদের নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়েছে শিক্ষকদের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনার ভয়ে।

প্রতিবছর এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের মেধা তালিকায় আধিপত্য দেখানোর মাধ্যমেই গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল দেশের এক নম্বর স্কুল হিসেবে পরিচিতি পায়। বর্তমানে এই স্কুলের প্রভাতী ও দিবা শাখায় প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর মোট ৪০টি সেকশনে ছাত্রসংখ্যা ৩ হাজার ৫৭। অথচ সরকারি নিয়ম অনুসারে প্রতি সেকশনে সর্বোচ্চ ৫০ জন করে ছাত্রসংখ্যা ২ হাজারের বেশি হওয়ার কথা নয়। এখন প্রতি সেকশনে গড়ে ছাত্র সংখ্যা ৭৫ জন। প্রতি সেকশনে একসঙ্গে সর্বোচ্চ ৪৫ জন ছাত্র ক্লাস করার মতো টেবিল-চেয়ার রয়েছে। ফলে কোনদিন ক্লাসে ছাত্রদের উপস্থিতি ৪৫ জন ছাড়িয়ে গেলেই একাধিক চেয়ার-টেবিল জোড়া দিয়ে লম্বা বেঞ্চের মতো গাদাগাদি করে ছাত্রদের বসতে হয়। ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে আলাপ করেই জানা গেছে যে, তারা চায় না প্রতিদিন ক্লাসে ৫০ জনের বেশি ছাত্র আসুক।

প্রতিবছর প্রথম শ্রেণীতে প্রত্যেক সেকশনে ৪০ থেকে সর্বোচ্চ ৫০ জন ছাত্রকে পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি করার সরকারি নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এই উপায়ে ছাত্র ভর্তির পর আরো ছাত্র ভর্তির জন্য চাপ আসে মন্ত্রী থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ সরকারি সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং বড় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাবশালী নেতাদের কাছ থেকে। এভাবে তদবিরের মাধ্যমে ভর্তির ফলে এখন সৃষ্টি হয়েছে অতিরিক্ত ছাত্র সমস্যা।

এই স্কুলের পুরনো মূল ভবনের উত্তরের অংশ জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে এই অংশের দ্বিতীয় তলার ৩টি শ্রেণীকক্ষ ব্যবহারের অযোগ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণার পর 'বন্ধ' করে দেয়া হয়েছে। মাত্র মাস দেড়েক আগে এরকম একটি কক্ষে ক্লাস নেয়ার সময় ছাত্রদের মাথায় ছাদের আস্তর খসে পড়েছিল। ভবনটির এই অংশের দ্বিতীয় তলার বাকি ৪টি কক্ষে এখনও ক্লাস নেয়া হয়।

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ২টি সেকশনের জন্য শিক্ষক থাকার কথা ৩ জন। সে হিসেবে এই স্কুলটিতে প্রয়োজন ৬০ জন শিক্ষক। অথচ এখন শিক্ষক আছেন ৫০ জন। এদের মধ্যে প্রধান শিক্ষককে বেশিরভাগ সময়ই প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, ফলে তিনি চাইলেও ক্লাস নিতে পারেন না।

এই স্কুলে প্রতিটি ক্লাসের পাঠদান সময়সীমা মাত্র ৩৫ মিনিট। ফলে একজন শিক্ষক পুরোপুরিভাবে ছাত্রদেরকে কোনকিছু বোঝার আগেই ক্লাস শেষ হয়ে যায়। ক্লাসের সময়সীমা কম হওয়ার কারণ হিসেবে শিক্ষকরা বেশি ছাত্র এবং দু'শিফটে স্কুল চালানোকে দায়ী করেছেন।

বেশি ছাত্র এবং ৪০টি সেকশনের তুলনায় শিক্ষকদের সংখ্যা কম হওয়ায় প্রত্যেক শিক্ষক প্রতিদিন ক্লাস নেন ৬ থেকে ৭টি। ফলে তাদের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এর প্রভাব দেখা যায় বিকেলের ক্লাসগুলোতে। এ সময় পরিশ্রান্ত শিক্ষকরা ক্লাসের দিকে ঠিকমতো মনোযোগ দিতে পারেন না। তখন তাদের মেজাজও থাকে চড়া।

সব মিলিয়ে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের শিক্ষার পরিবেশ এখন নষ্ট হতে চলেছে। এটি এখন স্রেফ সাধারণ মানের একটি সরকারি হাইস্কুল।